দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 MAR 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

00 047

বোর্ডের ব্যাখ্যা: ভুলকে শুদ্ধ বলে সাফাই

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ভূগোল ও অংকের দুটি ভুল প্রশ্নকে শুদ্ধ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ড একটি মন গড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভূগোলের ৩ নং প্রশ্ন ও গণিতের (আবশ্যিক) ৯ (ঙ) প্রশ্নটি শুদ্ধ।

ভূগোলের ৩নং প্রশ্নটি ছিল, 'ক' স্থানের প্রমাণ সময় সকাল ৬টা এবং 'খ' স্থানের প্রমাণ সময় সকাল ১০টা। উভয় স্থানই পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত হইলে উহাদের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বোর্ডের ব্যাখ্যা

(১ম পৃঃ পর)

দ্রাঘিমাংশ কত?

বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বলেছেন অংকটিতে সমাধানের প্রয়োজনীয় তথ্যের কোন অভাব নেই এবং দুটি স্থানই পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত ও প্রমাণ সময় দেয়া রয়েছে বলে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় সম্ভব।

এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে যে প্রশ্নটি পুরোপুরি ভুল। প্রশ্নের শর্ত অনুযায়ী এতে শুধু দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান নির্ণয় করা সম্ভব—অন্য কিছু নয়।

গণিতের (আবশ্যিক) ৯(ঙ) প্রশ্নটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা আমাদের জানিয়েছেন যে এ প্রশ্নটিও ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। সমাধানের জন্য প্রশ্নে যে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এজন্য আরো একটি বাড়তি শর্ত প্রয়োজন।

বোর্ডের প্রশ্নে শর্ত হিসেবে রয়েছে এ+বি+সি > (বৃহত্তর) ০ এবং এ, বি, সি বাস্তব সংখ্যা। এ থেকে প্রমাণ করতে হবে যে এ'এর ঘন+বি'এর ঘন+সি'এর ঘন > (বৃহত্তর) ৩ এবিসি।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে প্রশ্নে এ, বি এবং সি পরস্পর সমান নয়—এ শর্তটি না থাকলে অংকটি ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। কারণ এ, বি এবং সি'কে বাস্তব এবং সমান সংখ্যা ধরা হলে ফল দাঁড়াবে ৩×কোন সংখ্যার ঘনফল (বৃহত্তর) ৩×কোন সংখ্যার ঘনফল—যা অসম্ভব। অর্থাৎ এ, বি এবং সি কে সমান ধরা হলে অংকটির শুদ্ধতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সেজন্যই প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ?

ভুল প্রশ্ন সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের এই ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞ ও অভিভাবক মহলকে হতবাক করেছে। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, এই বিশেষজ্ঞরা কারা যারা ভুলকে শুদ্ধ বলে সাফাই গেয়েছেন?

এছাড়াও তাদের প্রশ্ন, বোর্ডের ভুল, অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার জন্য কয়েক হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীর যে অমার্জনীয় ক্ষতি হলো বোর্ড কি তা পূরণ করতে পারবে?

বোর্ডের ব্যাখ্যায় এক জায়গায় বলা হয়েছে যে বীজগণিতের এই অংকটি '৮৬ সালের এসএসসি পরীক্ষাতেও ছিল এবং তখন কোন মহল আপত্তি তোলেনি।

অভিভাবক মহল প্রশ্ন করেছেন, তাহলে কি বোর্ড বলতে চায় যে ভুল দেরীতে ধরা পড়লে তা বলা যাবে না? অথবা যেহেতু ভুল প্রশ্নটি আরো একবার পরীক্ষায় এসেছিল অতএব তা শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে?